ধাপে ধাপে শিক্ষা লাভ

শিক্ষালাভের কোনো বয়েস নেই সে কথা সত্যি। যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি, পরমহংসদেবের সার কথা। আর যত শিখি ততই দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে, আর যত দেখি ততই শিখি—ততই আরো শিক্ষা হয়।

শিক্ষা পাওয়ার স্থান কাল পাত্রর ঠিক-ঠিকানা থাকে না সে কথাও ঠিক। তবে তার প্রণালীর ইতরবিশেষ নিয়ে প্রশ্ন থাকেই।

সেদিন হর্ষবর্ধনের উদ্দেশ্যে (অবশ্যই অর্থবর্ধনের দ্বারা) চেতলায় গিয়ে দেখলাম বাড়ির রোয়াকে গোবর্ধন গালে হাত দিয়ে বসে মুখ ভার করে!

'দাদা বাড়ি নেই নাকি ?'

গোবরার কোনো জবাব নেই।

'বেরিয়েছেন কোথাও ? কোথায় গেছেন ?'

'হাসপাতালে।'

শুনেই চমকে যাই—'হাসপাতালে কেন হে ? কার জন্যে যাওয়া ?'

'নিজের জন্যেই। আবার কার ? পড়ে গিয়ে পায়ে হাড় ভাঙলেন তাঁর। সেইজন্যেই।'

'সেইজন্যেই মনমরা হয়ে রয়েছো! ভেবে মরছো এমন! হয়েছে কী! হাত পা ভাঙা তেমন শক্ত কিছু, সাংঘাতিক কিছু নয়। পড়ে গিয়ে গায়ের হাড় ভাঙলেও পায়ের হাড় ভেঙে কেউ মারা পড়ে না। হাড় জোড়া লাগে আবার। অল্পদিনেই -সহজেই। আজকাল আকচার ভাঙছে জুড়ছে, বুঝলে

ভাবনার কিছু নেই। যেমন পড়েছেন তেমনি উঠে পড়বেন দেখতে না দেখতেই। কিছু ভেব না।'

গোবর্ধন তথাপি ভাবনায় হাবুডুবু খায়। আমিও যে খানিক ভাবিত না হই তা নয়।

জানি যে পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, পতনের পরই অভ্যুত্থান, কিন্তু উক্ত বন্ধুকৃত্য পরখ করতে সেই আভ্যুদায়িকের পথে পা বাড়াবার মতিগতি হবে কার? পড়লে অপদস্থ হতে হয়, কিম্বা অপদস্থ হলেই মানুষ পড়ে তা সত্যি, তবু না পড়লে ওঠা যায় না, পদস্থ হওয়াও যায় না সে কথাও মিছে নয়; তবু নিজের পায় নতুন করে দাঁড়াবার জন্য পদোন্নতির স্বার্থে কে আবার পা ভেঙে ব্যানডেজ প্লাসটারে পায়াভারী হতে চাইবে?

'কী করে ভাঙলেন পা'? আমি জানতে চাই।

'এই যে, সামনেই এই তিনটে ধাপ দেখছেন না? রোয়াকের এই তিনটে পৈঠে? দেখছেন, দেখতে পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি বইকি।'

'আপনি তো পাচ্ছেন, কিন্তু দাদা দেখতে পাননি। এই ধাপগুলো দিয়ে নামবার সময় ভাবতে ভাবতে নামছিলেন বোধ হয়, কেমন করে পা ফসকে—।'

'ভাবের ঘোরে পড়ে গেছেন। বুঝেছি।'

ভাবুক লোকেদের পদে পদেই বিপদ ঘটে, কে না জানে?

'পড়ে গিয়ে আর খাড়া হতে পারেন না। আমি এখানেই ছিলাম, দৌড়ে গিয়ে তাঁকে তুলে ধরলাম। আর তারপরই অ্যাম্বুলেন্স ডেকে—'

'তাঁর ওই পাতাল প্রবেশ? কোন হাসপাতালে গেছেন শুনি?'

'রামকৃষ্ণ মিশনে কী একটা নামকরা সেবাশ্রম আছে না?'

সেই যেখানে উনি প্রায়ই দান-খয়রাত করে থাকেন? সেখানেই আবার প্রাণ খয়রাত করতে গেছেন?'

'এমন কথা কইছেন কেন? সাধারণ হাসপাতালে সেবা-যত্নের অভাবে চিকিৎসা বিহনে রুগী মারা পড়ে, তাই বলছেন? কিন্তু রামকৃষ্ণর নামে করা নামকরা এসব জায়গায় সেসব হবার উপায় নেই। সেবাশ্রম বলছে না? কী শুনলেন'

'শুনব না কেন? দেখছিও তো। সেবা দেবাশ্রম সবই দেখা! তবে কোথায় সেটা? কখন যাওয়া যায়?'

'যখন তখন। হাত পা ভাঙলে, এক্ষুনি।'

'না না, সে যাওয়া নয় ভাই, তোমার দাদাকে আমি দেখতে চাই। কখন ভিজিটিং আওয়ারস? বেড নম্বর কত?

'কেন মিছে কষ্ট করে যাবেন? এখানেই দেখতে পাবেন। উনি সেরে

উঠেছেন দেখে এসেছি, আজকালের মধ্যেই ছেড়ে দেব জেনে এলাম। দেখতে দেখতে এসে পড়বেন…'

বলতে বলতে এসে গেলেন। গোবর্ধন কথাটা শেষ করার আগেই ভ্যাঁক ভ্যাঁক করে একটা ট্যাকসি এসে দাঁড়াল। হর্ষবর্ধন নামলেন তার থেকে—হাসতে হাসতেই।

'এই তো দাদা এসে গেছে!' উচ্ছ্বসিত গোবরা চিৎকার ছাড়ে—'বৌদি! দাদা এসেছে—দাদা এসেছে!'

হন্তদন্ত ওর বৌদি ছুটে আসেন হাতা খুন্তি হাতে।

'আমি জানতাম তুমি আজ আসবে। তোমার জন্যেই সেই জিনিসটা রাঁধছিলাম এখন, যেটা তুমি খেতে খুব ভালোবাসো।'

'এতক্ষণ ওঁর সঙ্গে তোমার কথাই হচ্ছিল দাদা! বলতে বলতে তুমি এসে পড়েছ! দাদা, তুমি অনেকদিন বাঁচবে। অ-নে-ক দিন।'

গোবর্ধন গদগদ হয়ে বলে।

'দাঁড়াও, কড়াইটা নামিয়ে আসি, ধরে যাবে জিনিসটা…' বলেই বৌদি হাতা হাতে রান্নাঘরের দিকে দৌড়ান হাতে হাতে তাকে সামলাতে, কি সাঁতলাতেই!

'বাঃ বাঃ! আপনি সেরে এসেছেন বেশ। দেখতে পাচ্ছি।' উৎসাহিত হয়ে বলি।

'হ্যাঁ, পা-তো সেরেছে কিন্তু মন আমার ভেঙে গেছে মশাই!' তিনি দুঃখ করে বলেন।

'কেন! তারা ভালোই সারিয়েছে আপনাকে। কপাল জোরই বলতে হয় আপনার। ভাঙ্গা পা জুড়ে গেছে দিব্যি! একবার অধঃপতনের পর দেখিছি পরে আর কেউ ঠিকমত দাঁড়াতে পারে না। দুটো পা কেমন করে একটুখানি ছোটবড়ো হয়ে যায় যেন। লক্ষপতি লোককেও পদস্খলনের পর জীবনভোর একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখা গেছে—কী দুঃখ বলুন তো! কিন্তু আপনার বেলায় উঁচু নিচু হয়নি কিছু! বেশ হাঁটছেন। দিব্যি জুড়ে গেছে পা।'

'পা তো জুড়েছে কিন্তু মন জুড়ায় কে!' তিনি নিশ্বাস ফেলেন, 'আমার এই ভাঙা মন কে জোড়া দেয়। আমি ভগ্ন মনে ফিরে এলাম সেবাশ্রম থেকে।'

'সে কী! পা সারিয়ে হৃদয় হারিয়ে ফিরলেন?' বিস্মিত হতে হয়ঃ কোনো নার্স টার্স নাকি? কিন্তু মনোভঙ্গ হবার বয়স কি আছে আর আমাদের?

তিনি মুহ্যমান হয়ে থাকেন, কোনো কথা নেই।

'ওসব নিয়ে মন খারাপ করবেন না। আপনার আমার বয়সে ভীমরতির মতন হয় জানি, ও কিছু নয়। ঠিক যুধিষ্ঠির গতির আগেই ওটা হয়ে থাকে। তারপরেই তো মহাপ্রস্থান! ওর জন্যে কোনো বিশল্যকরণীর প্রয়োজন নেই

প্রিয়জনটিকে অপত্যস্নেহের চোখে দেখুন, অকথ্য পথে যাবেন, বাৎসল্য বলে মনে করুন না !'

তবুও ওঁর কোনো বাতচিত নেই !

'কেন ওকথা ভাবছেন ! আপনার পা সেরে দিব্যি জুড়ে গেছে এখন ! সেই আনন্দে নৃত্য করুন বরং ! আপনার পা দেখে আমারই যে নাচতে ইচ্ছে করছে মশাই।'

'ধুত্তোর পা। পা আমার গোল্লায় যাক। মাথায় থাক পা ! তার কথা আমি ভাবছিও না। আমি ভাবছি তাঁর শ্রীচরণের কথা। সেই ভাবনাই আমার —কী করে পাই ! তাঁর শ্রীচরণের কথা। সেই ভাবনাই আমার—কী করে পাই ! তাঁর পায়ে কি ঠাঁই হবে আমার ?'

'কার পায় ?' আমি জানতে চাই।

'ঠাকুরের। তাঁর পায়ে কি আমি স্থান পাব কোনোদিন ?'

'পরমহংসদেবের ? কী করে পাবেন ! তিনি তো পা ফা সমস্ত নিয়ে অন্তর্ধান করেছেন কবে। তিনি সশরীরে স্বপদে বহাল আছেন এখনো ?

'আহা, ইহলোকে না হোক, পরলোকে ? তা কি আমি পাব না ?'

'কী করে বলব ? পরলোকের খবর আমি রাখিনে। তবে তাঁর দুটি পা ছিল এই জানি। সে দুটি তো বিবেকানন্দ আর শ্রীশ্রীমা দখল করে বসে আছেন, যেমন এখানে তেমনি সেখানেও। তাঁর পার্ষদবর্গের আর কেউ পেয়েছেন মনে হয় না। তবে অচিন্ত্যনীয় উপায়ে কেউ যদি পায়ে ঠাঁই পেয়ে থাকে বলা যায় না।'

'আপনি কোনো ধর্মগুরুর সন্ধান দিতে পারেন আমায় ? যাঁর কাছে একটু ধর্মশিক্ষা পাওয়া যায় ?'

'আজ্ঞে না। ধর্মকে আমি গুরুত্ব দিইনি কোনোদিন, এ জীবনে কখনো ধার ধারিনি তার। কী করে তার খবর দেব আপনাকে ? বলুন !'

'সে কী ! মুক্তি চান না আপনি ?'

'একদম না। মারা গেলেও নয়। পাছে কোনো কারণে আমায় স্বর্গে যেতে হয় সেই ভয় আমার দরুণ। সাবধান থাকি, প্রাণ থাকতে ধর্মকর্ম কিছু করিনে। স্বর্গে নয়, পৃথিবীর এই রসাতলেই ফিরে আসতে চাই ফের—একবার নয়, আবার আবার বারম্বার।'

আমার কথায় তিনি কান দেন না, নিজের আবেগে বলে যান—'জানেন, সেবাশ্রমে এক স্বামীজী আসতেন রোজ। সব রুগীর কাছেই আসতেন, ধর্মশিক্ষা দিতেন সবাইকে। তাঁর কাছে আমি অনেক জ্ঞান পেয়েছি, কিন্তু এই অল্প কদিনে যতটুকু হবার তাই হলো, ধর্মশিক্ষার পুরোটা হয়নি আমার। আধা-খ্যাচরা এই ধর্মশিক্ষা আমি সম্পূর্ণ করতে চাই। কোথায় করি।

'খোদায় মালুম। খোদার ওপর খোদকারি-করার লোক কোথায়

থাকেন, কোন ঘুপচির মধ্যে, কোনো আশ্রমের গর্ভে কি হিমালয়ের গহ্বরে আমার জানা নেই। স্বামীজীরা স্ত্রীজীরা কোথায় আছেন যেন শুনেছি—পাপীতাপীদের উদ্ধার করার জন্যেই। আমার জানা নেই! জানবার উৎসাহও নেই। পাপী মানুষ কিন্তু পাপী নয়, পাপের ওপর ধর্মের সন্তাপ বাড়িয়ে উত্তপ্ত হবার বাসনা নেই আমার। বললাম তো আপনাকে।'

'শুনেছি শুনেছি, ঢের শুনেছি—বলতে হবে না আর। ধর্মশিক্ষা সম্পূর্ণ করার কোনো পথ বাতলাতে পারেন যদি, জানেন যদি বলুন আমায়।'

'আমি জানি দাদা। বলব তোমাকে?' গোবরা উসকে ওঠে।

'তুই জানিস! তুই!' দাদার বিস্ময় থই পায় না।

'হ্যাঁ। তুমি ধর্মশিক্ষার বাকি অদ্ধেকটা পেতে চাও তো? তার উপায় হচ্ছে, তোমার অন্য পাটাও ভাঙা। তাহলেই হবে।'

'পাঁঠার মত বলিস কী! একটাকে এত কষ্ট করে সারিয়ে আনার পর আমার অন্য পাটাও ভাঙব আবার?' হর্ষবর্ধন হতবাক হন।

'তা না হলে কী করে হবে?'

'হ্যাঁ, তাহলে হয় বটে,' ভেবে দ্যাখেন দাদা—'হ্যাঁ, তাহলে হয়। তাহলে আবার আমি সেই সেবাশ্রমে যেতে পারি, সেই স্বামীজীর সাক্ষাৎ পাই, তাঁর কৃপায় বাকিটাও পেয়ে যাই। হ্যাঁ, তাহলে হয় বটে। তিনিও তাই বলেছিলেন যে ধর্মশিক্ষা পেতে হলে অভীপ্সা চাই।

'কী বললেন? কীপসা?' আমি চমকে যাই।

'অভীপ্সা। কী মানে ওর, জানিনে ঠিক। তবে তিনি বললেন যে তাই হলেই নাকি উত্থান ব্যুত্থান সব হয়ে যায়।'

'কীথান বললেন?' আবার আমি চমকাই, 'কেন একেকখান থান ইঁট ঝাড়ছেন! শুনে মাথা ঘুরছে আমার।'

'ঘুরবার কথা। আমারও ঘুরেছিল। তিনি বলেছিলেন যে প্রাণের আকুতি যাকে বলে না, সেই জিনিস নাকি।'

'তাই তো বলছি দাদা তোমায়। হাড়গোড় ভাঙলেই সেই আকুতি হয়—আপনার থেকেই হয়ে যায়। হতে থাকে কেমন।'

তাই হয় বটে, আমিও খতিয়ে দেখি। কোনো ক্ষতি না হলে কি কিছু লাভ হতে পারে! অধঃপতিত পদদলিতরাই তাঁর কাছে যেতে পায়। Meek-দেরই রয়েছে স্বর্গের উত্তরাধিকার, বাইবেলে বলা, অহংকৃতের ঠাঁই নেই সেখানে, বরং উটরাও ছুঁচের ছ্যাঁদা দিয়ে গলবে, কিন্তু অহমিকরা (নাকি, আহম্মকরা?) কদাচ না।

'কিন্তু পাঁঠার মতন তোর কথাটা না? ধীরে সুস্থে কি করে ভাঙব আস্ত পা-টা?'

'কিছু শক্ত নয় দাদা, খুব সহজ, রোয়াকের এই তিনটে ধাপ দেখছো তো?

সেদিন যা তুমি দেখতে পাওনি বলেই পা ফসকে এই ধর্মশিক্ষা লাভের সুযোগটা পেলে না? ওই ধাপ দিয়ে উটমুখো হয়ে উটকোর মতই আবার তুমি উঠানামা করো, তাহলেই হয়ে যাবে। সব শিক্ষাই ধাপে ধাপে পেতে হয় তাই না? তোমার ওই ধর্মশিক্ষা মানে ধর্মশিক্ষার বাকি আধখানা পেতে হলেও তাই করতে হবে তোমাকে। এগুতে হবে এই ধাপে ধাপে।'

'ধাপে ধাপে?'

'ধর্মকে ধাপ্পা বলে না দাদা? এইজন্যেই তো?'

Dhape Dhape Shikkhalabh by Shibram Chakrabarty

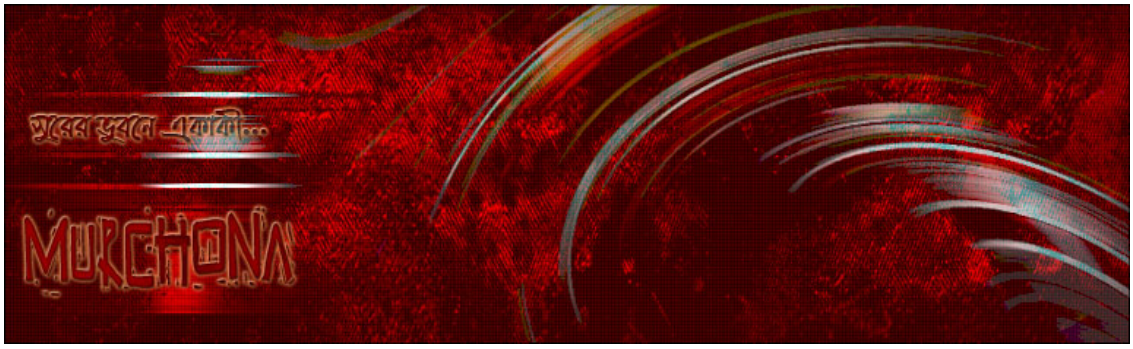

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com